দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

ঊষা এবং অনিরুদ্ধের মিলন

এই অধ্যায়টিতে অনিরুদ্ধ এবং ঊষার মিলন ও বাণাসুরের সঙ্গে অনিরুদ্ধের যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

রাজা বলির শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিল বাণাসুর। সে ছিল পরম শিব ভক্ত এবং শিব বাণাসুরকে এতটাই অনুগ্রহ প্রদান করেছিলেন যে, ইন্দ্রের মতো দেবতারাও বাণাসুরের সেবা করত। শিব যখন তাঁর তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন, বাণাসুর তখন তার সহস্র হস্তে বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে শিবকে সন্তুষ্ট করেছিল। প্রতিদানে শিব তাকে তার ইচ্ছে মতো বর প্রার্থনা করতে বললেন এবং বাণ তখন তাঁর নগরে শিবকে নগর পালক হওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিল।

একদিন বাণ যখন যুদ্ধ করার প্রবণতা বোধ করছিল, তখন সে শিবকে বলে, "আপনি ছাড়া সমস্ত জগতে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো যথেষ্ট বলশালী কোন যোদ্ধা নেই। সুতরাং আপনার প্রদত্ত এই সমস্ত সহস্র বাহু এক প্রচণ্ড বোঝা মাত্র"। এই কথায় দেবাদিদেব শিব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বললেন, "যুদ্ধে তুমি যখন আমার সমকক্ষের সঙ্গে মিলিত হবে, তখন তোমার অহংকার চূর্ণ হবে। তোমার রথের ধ্বজাই ভগ্ন হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়বে।"

বাণাসুরের কন্যা ঊষা একবার তার ঘুমের মধ্যে এক প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। পর পর কয়েকটি রাত্রে এই ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু একদিন রাত্রে সে তাঁকে তার স্বপ্নে দেখতে না পেয়ে সহসা জেগে উঠে, ক্ষুব্ধ অবস্থায় তাঁর সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলতে থাকে, কিন্তু যখন সে লক্ষ্য করল যে, তার দাসীরা তার চতুর্দিকে রয়েছে, তখন সে লজ্জা পায়। ঊষার সখী চিত্রলেখা তাকে জিজ্ঞাসা করে—সে কার সঙ্গে কথা বলছিল, তখন ঊষা তাকে সমস্ত কিছু বলেছিল। ঊষার স্বপ্নের প্রেমিকের কথা শুনে গন্ধর্ব, অন্যান্য দেবতা এবং বৃষ্ণি বংশের বিভিন্ন পুরুষের ছবি অঙ্কন করে দেখিয়ে চিত্রলেখা তার সখীর দুঃখ উপশমের চেষ্টা করল। চিত্রলেখা ঊষাকে তার স্বপ্নে-দেখা পুরুষটিকে চিনে নিতে বললে, ঊষা অনিরুদ্ধের ছবিটিকেই বেছে নিয়েছিল। যোগশক্তিসম্পন্না চিত্রলেখা তৎক্ষণাৎ জানতে পারল যে, ছবিতে যাকে তার সখী দেখাচ্ছে, সেই যুবা পুরুষটি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। অতঃপর, তার যোগ শক্তি ব্যবহার করে চিত্রলেখা আকাশের মধ্য দিয়ে দ্বারকায় উড়ে গিয়ে অনিরুদ্ধকে খুঁজে নিয়ে তাঁকে তার সঙ্গে বাণাসুরের রাজধানী শোণিতপুরে নিয়ে আসে। সেখানে সে তাঁকে ঊষার কাছে উপস্থিত করল।

তার স্বপ্নে-দেখা আকাঙ্ক্ষিত পুরুষকে কাছে পেয়ে ঊষা তার অন্তঃপুর পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ হলেও তার মধ্যেই প্রীতিসহকারে তাঁর সেবা করতে শুরু করল। কিছু কাল পরে অন্তপুরের স্ত্রী-রক্ষীরা ঊষার দেহে নানা রতি লক্ষণ লক্ষ্য করে তারা বাণাসুরের কাছে গিয়ে তাকে তা জানাল। অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে, বাণাসুর অবিলম্বে অনেক সশস্ত্র রক্ষীর সঙ্গে তার কন্যার প্রাসাদে এসে দারুণ বিস্মিত হয়ে সেখানে অনিরুদ্ধকে দেখতে পেল। তখন রক্ষীরা অনিরুদ্ধকে আক্রমণ করলে, তিনি তাঁর গদা গ্রহণ করলেন এবং শক্তিশালী বাণ ঊষাকে শোকাতুরা করে তার যোগ শক্তি দ্বারা অনিরুদ্ধকে নাগ-পাশে আবদ্ধ করার আগেই তিনি বাণের রক্ষীকে বধ করতে সমর্থ হন।

শ্লোক ১

রাজোবাচ ঃ

বাণস্য তনয়ামূষামুপযেমে যদূত্তমঃ ।
তত্র যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং হরিশঙ্করয়োর্মহৎ ।
এতৎ সর্বং মহাযোগিন্ সমাখ্যাতুং ত্বমর্হসি ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা (পরীক্ষিৎ মহারাজ) বললেন; **বাণস্য**—বাণাসুরের; **তনয়াম্**—কন্যা; **ঊষাম্**—ঊষা নামক; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **যদু-উত্তমঃ**—যদুশ্রেষ্ঠ (অনিরুদ্ধ); **তত্র**—ঐ ব্যাপারে; **যুদ্ধম্**—একটি যুদ্ধ; **অভূৎ**—সংঘটিত হয়েছিল; **ঘোরম্**—প্রচণ্ড; **হরি-শঙ্করয়োঃ**—ভগবান শ্রীহরি (শ্রীকৃষ্ণ) এবং দেবাদিদেব শঙ্করের (শিব) মধ্যে; **মহৎ**—মহা; **এতৎ**—এই; **সর্বম্**—সকল; **মহা-যোগিন্**—হে মহাযোগী; **সমাখ্যাতুম্**—বর্ণনা করার; **ত্বম্**—আপনি; **অর্হসি**—যোগ্য।

অনুবাদ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—বাণাসুরের কন্যা ঊষাকে যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধ বিবাহ করেছিলেন এবং তার ফলে ভগবান শ্রীহরি ও দেবাদিদেব শঙ্করের মধ্যে প্রচণ্ড মহাযুদ্ধ হয়েছিল। হে মহাযোগী, এই ঘটনা সম্বন্ধে সমস্ত কিছু কৃপা করে বর্ণনা করুন।

শ্লোক ২

শ্রীশুক উবাচ

বাণঃ পুত্রশতজ্যেষ্ঠো বলেরাসীন্মহাত্মনঃ ।
যেন বামনরূপায় হরয়েঽদায়ি মেদিনী ॥

তস্যৌরস সুতো বাণঃ শিবভক্তিরতঃ সদা ।
মান্যো বদান্যো ধীমাংশ্চ সত্যসন্ধো দৃঢ়ব্রতঃ
শোণিতাখ্যে পুরে রম্যে স রাজ্যমকরোৎ পুরা ॥
তস্য শম্ভোঃ প্রসাদেন কিঙ্করা এব তেঽমরাঃ ।
সহস্রবাহুর্বাদ্যেন তাণ্ডবেঽতোষয়ন্মৃড়ম্ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বাণঃ**—বাণ; **পুত্র**—পুত্রদের; **শত**—একশত; **জ্যেষ্ঠঃ**—জ্যেষ্ঠ; **বলেঃ**—মহারাজা বলির; **আসীৎ**—ছিল; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মার; **যেন**—যাঁর (বলির) দ্বারা; **বামন-রূপায়**—বামনরূপী, বামনদেব; **হরয়ে**—ভগবান শ্রীহরিকে; **অদায়ি**—দান করেছিলেন; **মেদিনী**—পৃথিবী; **তস্য**—তাঁর; **ঔরসঃ**—ঔরস হতে; **সুতঃ**—পুত্র; **বাণঃ**—বাণ; **শিব-ভক্তি**—দেবাদিদেব শিবের ভক্তিতে; **রতঃ**—স্থিত; **সদা**—সর্বদা; **মান্যঃ**—মাননীয়; **বদান্যঃ**—মহানুভব; **ধীমান্**—বুদ্ধিমান; **চ**—এবং; **সত্য-সন্ধঃ**—সত্যনিষ্ঠ; **দৃঢ়-ব্রতঃ**—দৃঢ়ব্রত; **শোণিত-আখ্যে**—শোণিত নামক; **পুরে**—নগরীতে; **রম্যে**—মনোরম; **সঃ**—সে; **রাজ্যম্ করোৎ**—তারা রাজ্য নির্মাণ করেছিল; **পুরা**—অতীতে; **তস্য**—তার; **শম্ভোঃ**—দেবাদিদেব শম্ভুর (শিব); **প্রসাদেন**—অনুগ্রহে; **কিংকরাঃ**—ভৃত্য; **ইব**—ন্যায়; **তে**—তারা; **অমরাঃ**—দেবতারা; **সহস্র**—এক হাজার; **বাহুঃ**—বাহু যুক্ত ছিল; **বাদ্যেন**—বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে; **তাণ্ডবে**—যখন তিনি (দেবাদিদেব শিব) তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন; **অতোষয়ৎ**—সে সন্তুষ্ট করেছিল; **মৃড়ম্**—দেবাদিদেব শিব।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—বামনদেবরূপে আবির্ভূত ভগবান শ্রীহরিকে যিনি সমগ্র পৃথিবী দান করেছিলেন, সেই মহাত্মা বলি মহারাজের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিল বাণ। বলির ঔরসজাত বাণাসুর, দেবাদিদেব শিবের পরম ভক্ত হয়ে উঠেছিল। তার ছিল সর্বদা মান্য আচরণ, এবং সে ছিল মহানুভব, বুদ্ধিমান, সত্যনিষ্ঠ এবং দৃঢ়ব্রত। মনোরম শোণিতপুর নগরী ছিল তার রাজ্যের অধীন। যেহেতু দেবাদিদেব শিব তাকে অনুগ্রহ করেছিলেন। তাই দেবতারাও ভৃত্যের মতো বাণাসুরের কাছে আজ্ঞাবহ হয়ে থাকত। একবার, শিব যখন তার তাণ্ডব-নৃত্য করছিলেন, তখন বাণ তার এক সহস্র হাত দিয়ে বাদ্য যন্ত্র সঙ্গীতের মাধ্যমে শিবকে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট করেছিল।

শ্লোক ৩

ভগবান্ সর্বভূতেশঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ ।
বরেণ ছন্দয়ামাস স তং বব্রে পুরাধিপম্ ॥ ৩ ॥

ভগবান্—মহাদেব; **সর্ব**—সকল; **ভূত**—সৃষ্টজীবের; **ঈশঃ**—ঈশ্বর; **শরণ্যঃ**—আশ্রয় প্রদাতা; **ভক্ত**—তার ভক্তদের প্রতি; **বৎসলঃ**—কৃপাময়; **বরেণ**—বর প্রার্থনার জন্য; **ছন্দয়াম্ আস**—তাঁকে সন্তুষ্ট করে; **সঃ**—সে, বাণ; **তম্**—তাঁকে, দেবাদিদেব শিবকে; **বব্রে**—প্রার্থনা করল; **পুর**—তাঁর নগরীর; **অধিপম্**—পালক রূপে।

অনুবাদ

সর্বভূতেশ্বর, শরণ্য ভক্ত বৎসল মহাদেব বাণাসুরকে তার পছন্দমতো বর প্রার্থনা করতে বলে সন্তুষ্ট করেন। বাণ মহাদেবকে তার রাজ্যের নগরপালক হওয়ার প্রার্থনা জানায়।

শ্লোক ৪

স একদাহ গিরিশং পার্শ্বস্থং বীর্যদুর্মদঃ ।
কিরীটেনার্কবর্ণেন সংস্পৃশংস্তৎপদাম্বুজম্ ॥ ৪ ॥

সঃ—সে, বাণাসুর; **একদা**—একবার; **আহ**—বলল; **গিরিশম্**—দেবাদিদেব শিবকে; **পার্শ্ব**—তাঁর পাশে; **স্থম্**—উপস্থিত; **বীর্য**—তার শক্তি দ্বারা; **দুর্মদঃ**—উন্মত্ত; **কিরীটেন**—তার মুকুট দ্বারা; **অর্ক**—সূর্যসম; **বর্ণেন**—যার বর্ণ; **সংস্পৃশন্**—স্পর্শ করে; **তৎ**—তাঁর, দেবাদিদেব শিবের; **পদ-অম্বুজম্**—পাদপদ্ম।

অনুবাদ

বাণাসুর তার শক্তিতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। একদিন দেবাদিদেব শিব যখন তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন বাণাসুর তার সূর্যসম উজ্জ্বল মুকুটখানি দেবাদিদেব শিবের পাদপদ্ম স্পর্শ করে তাঁকে বলতে লাগল।

শ্লোক ৫

নমস্যে ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্ ।
পুংসামপূর্ণকামানাং কামপূরামরাঙ্ঘ্রিপম্ ॥ ৫ ॥

নমস্যে—আমি প্রণাম নিবেদন করি; **ত্বাম্**—আপনাকে; **মহাদেব**—হে মহাদেব; **লোকানাম্**—জগতের; **গুরুম্**—গুরুদেবকে; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বরকে; **পুংসাম্**—পুরুষদের; **অপূর্ণ**—অপূর্ণ; **কামানাম্**—আকাঙ্ক্ষাগুলি; **কামপূরা**—কামনা পূরণকারী; **অমর-অঙ্ঘ্রিপম্**—কল্পতরুসম।

অনুবাদ

[বাণাসুর বলেছিল—] হে দেবাদিদেব মহাদেব, জগতের নিয়ন্তা ও গুরুদেব, আপনাকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। যারা অপূর্ণকাম, তাদের কামনা পূরণকারী আপনি কল্পতরুর মতো।

শ্লোক ৬

দোঃসহস্রং ত্বয়া দত্তং পরং ভারায় মেঽভবৎ ।
ত্রিলোক্যাং প্রতিযোদ্ধারং ন লভে ত্বদৃতে সমম্ ॥ ৬ ॥

দোঃ—বাহুগুলি; **সহস্রম্**—এক হাজার; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **পরম্**—মাত্র; **ভারায়**—একটি বোঝা; **মে**—আমার জন্য; **অভবৎ**—হয়েছে; **ত্রিলোক্যাম্**—ত্রিভুবনে; **প্রতিযোদ্ধারম্**—প্রতিযোদ্ধা; **ন লভে**—আমি পেলাম না; **ত্বৎ**—আপনি; **ঋতে**—বিনা; **সমম্**—সমান।

অনুবাদ

আমাকে আপনার দেওয়া এই এক সহস্র বাহু একটি অত্যন্ত বোঝা হয়ে উঠেছে মাত্র। আপনি ছাড়া ত্রিভুবনে যুদ্ধ করার যোগ্য আর কাউকে আমি পেলাম না।

তাৎপর্য

আচার্যগণের মতানুসারে, বাণাসুরের সূক্ষ্ম নিহিতার্থটি এখানে এই ছিল—"আর তাই আমি যখন আপনাকে পরাজিত করব, হে শিব, তখনই আমার বিশ্ব জয় সম্পূর্ণ হবে এবং যুদ্ধের জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হবে।"

শ্লোক ৭

কণ্ডূত্যা নিভৃতৈর্দোর্ভির্যুযুৎসুর্দিগ্‌জানহম্ ।
আদ্যায়াং চূর্ণয়ন্নদ্রীন্ ভীতাস্তেঽপি প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৭ ॥

কণ্ডূত্যা—কণ্ডূয়নের দ্বারা; **নিভৃতৈঃ**—পূর্ণ; **দোর্ভিঃ**—আমার বাহুগুলির দ্বারা; **যুযুৎসুঃ**—যুদ্ধ করতে উৎসুক; **দিগ্**—দিগ্‌গুলির; **গজান্**—হস্তী; **অহম্**—আমি; **আদ্য**—হে আদিদেব; **অয়াম্**—গমন করে; **চূর্ণয়ন্**—চূর্ণ করলে; **অদ্রীন্**—পর্বতগুলি; **ভীতাঃ**—ভীত হয়ে; **তে**—তারা; **অপি**—ও; **প্রদুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করে।

অনুবাদ

হে আদিদেব, আমার রণ কণ্ডূয়ন চঞ্চল যুক্ত বাহু দিয়ে পর্বতগুলি চূর্ণ করে দিগ্-গজগণের সঙ্গে যুদ্ধে আগ্রহী হয়ে আমি এগিয়ে গেলে সেই সমস্ত বৃহৎ মণ্ডলীও ভয়ে পলায়ন করেছিল।

শ্লোক ৮

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ কেতুস্তে ভজ্যতে সদা ।
ত্বদ্দর্পঘ্নং ভবেন্মূঢ় সংযুগং মৎসমেন তে ॥ ৮ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **কেতুঃ**—পতাকা; **তে**—তোমার; **ভজ্যতে**—ভগ্ন; **যদা**—যখন; **ত্বৎ**—তোমার; **দর্প**—অহংকার; **ঘ্নম্**—বিনাশ; **ভবেৎ**—হবে; **মূঢ়**—হে মূর্খ; **সংযুগম্**—যুদ্ধ; **মৎ**—আমাকে; **সমেন**—তাঁর সঙ্গে, যে সমান; **তে**—তোমার।

অনুবাদ

দেবাদিদেব শিব তা শ্রবণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, "ওহে মূর্খ, যখন তুমি আমার সমকক্ষ কারও সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তখন তোমার রথের ধ্বজাই ভগ্ন হবে। সেই যুদ্ধ তোমার দর্প বিনষ্ট করবে।"

তাৎপর্য

দেবাদিদেব শিব তৎক্ষণাৎ বাণাসুরকে ভর্ৎসনা করতে পারতেন এবং স্বয়ং তার অহংকার বিনষ্ট করতে পারতেন, কিন্তু যেহেতু বাণাসুর ছিল তাঁর বিশ্বস্ত সেবক, তাই তিনি তা করেননি।

শ্লোক ৯

ইত্যুক্তঃ কুমতিহৃষ্টঃ স্বগৃহং প্রাবিশন্নৃপ ।
প্রতীক্ষন্ গিরিশাদেশং স্ববীর্যনশনং কুধীঃ ॥ ৯ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—কথা শুনে; **কুমতিঃ**—কুমতি সম্পন্ন, নির্বোধ; **হৃষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **স্ব**—তার নিজ; **গৃহম্**—গৃহে; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করল; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **প্রতিক্ষন্**—প্রতীক্ষা করতে; **গিরিশ**—দেবাদিদেব শিবের; **আদেশম্**—ভবিষ্যদ্বাণী; **স্ব-বীর্য**—তাঁর শক্তির; **নশনম্**—বিনাশ; **কুধীঃ**—অসৎ বুদ্ধিসম্পন্ন।

অনুবাদ

এইভাবে উপদেশ লাভ করে, নির্বোধ বাণাসুর খুশি হয়েছিল। হে রাজন্ তখন দেবাদিদেব গিরিশ সেই মূর্খের শক্তি বিনাশের যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার প্রতীক্ষা করার জন্য গৃহে গমন করল।

তাৎপর্য

এখানে বাণাসুরকে কু-ধী (অসৎ বুদ্ধি সম্পন্ন) এবং কুমতি (বিচার বুদ্ধিহীন) রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ সে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিল। এই অসুর

এতটাই উদ্ধত হয়ে উঠেছিল যে, সে বিশ্বাস করত যেন কেউই তাকে পরাস্ত করতে পারবে না। একথা শুনে সে খুশি হয়েছিল যে, দেবাদিদেব শিবের মতোই শক্তিশালী কেউ তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবেন এবং তার যুদ্ধের প্রবল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবে। এমনকি শিব যদিও বলেছিলেন যে, এই ব্যক্তি বাণের পতাকা ভগ্ন করবে এবং তার শক্তি বিনষ্ট করবে, কিন্তু সেই অসুর এমনই মূর্খ ছিল যে, সেই কথা ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করে সাগ্রহে যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা করছিল।

এই মুহূর্তে জড়বাদী মানুষেরা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য বহু অভূতপূর্ব সুযোগ সুবিধা নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে রয়েছে। যদিও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এই সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই নানাভাবে মৃত্যু দ্রুত তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তবু আধুনিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অভিমুখী সকলেই তাদের অবশ্যম্ভাবী বিনাশের সম্ভাবনা ভুলে রয়েছে। *ভাগবতে* (২/১/৪) তাই বলা হয়েছে *পশ্যন্নপি ন পশ্যতি*—তাদের আসন্ন বিনাশ স্পষ্ট, কিন্তু যৌন উপভোগ ও পারিবারিক আসক্তির মাঝে উন্মত্ত হয়ে থাকার ফলে তারা অন্ধের মতো তা দেখতে বা বুঝতে পারে না। তেমনই, বাণাসুর তার জড় জাগতিক শক্তিমত্তায় উন্মত্ত হয়ে থাকার ফলে বিশ্বাস করতে পারত না যে, তার অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে আসছিল।

শ্লোক ১০

তস্যোষা নাম দুহিতা স্বপ্নে প্রাদ্যুম্নিনা রতিম্ ।
কন্যালভত কান্তেন প্রাগদৃষ্টশ্রুতেন সা ॥ ১০ ॥

তস্য—তার; **ঊষা নাম**—ঊষা নামে; **দুহিতা**—কন্যা; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **প্রাদ্যুম্নিনা**—প্রদ্যুম্নের পুত্রের (অনিরুদ্ধ) সঙ্গে; **রতিম্**—প্রণয়োদ্দীপক সাক্ষাৎ; **কন্যা**—কন্যা; **অলভত**—লাভ করেছিল; **কান্তেন**—তার প্রেমিকের সঙ্গে; **প্রাক্**—ইতিপূর্বে; **অদৃষ্ট**—কখনও সাক্ষাৎ হয়নি; **শ্রুতেন**—অথবা শ্রবণ; **সা**—সে।

অনুবাদ

একটি স্বপ্নের মধ্যে বাণের কন্যা ঊষার সঙ্গে প্রদ্যুম্নের পুত্রের এক প্রণয়োদ্দীপক সাক্ষাৎ হয়েছিল, যদিও ঊষা তার প্রেমিককে ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি বা তাঁর কথা শোনেনি।

তাৎপর্য

এখানকার বর্ণিত ঘটনাবলী দেবাদিদেব শিবের ভবিষ্যদ্বাণীর মতো যুদ্ধের দিকেই এগিয়ে যাবে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *বিষ্ণুপুরাণ* থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেগুলি ঊষার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করছে—

ঊষা বাণসুতা বিপ্র পার্বতীং শম্ভুনা সহ ।
ক্রীড়ন্তীম্ উপলক্ষ্যোচ্চৈঃ স্পৃহাং চক্রে তদাশ্রয়াম্ ॥

"হে ব্রাহ্মণ, বাণকন্যা ঊষা যখন পার্বতীকে তাঁর পতি দেবাদিদেব শম্ভুর সঙ্গে ক্রীড়ারত দর্শন করলেন, তখন ঊষা গভীরভাবে সেই একই অনুভূতি লাভের কামনা করলেন।"

ততঃ সকলচিত্তজ্ঞা গৌরী তাম্ আহ ভাবিনীম্ ।
অলম্ অত্যর্থতাপেন ভর্ত্রা ত্বম্ অপি রংস্যসে ॥

"সেই সময়ে গৌরীদেবী (পার্বতী), যিনি সকলের হৃদয়ের কথা জানেন, তিনি অনুভূতিকাতর তরুণী কন্যাটিকে বলেছিলেন, 'বিচলিত হয়ো না! তোমার আপন পতির সঙ্গ উপভোগের সুযোগ তুমি পাবে'।"

ইত্যুক্তা সা তদা চক্রে কদেতি মতিম্ আত্মনঃ ।
কো বা ভর্তা মমেত্যেনাং পুনরাপ্যাহ পার্বতী ॥

"এই কথা শুনে, ঊষা মনে মনে ভাবলেন, 'কিন্তু কখন? আর, কে আমার পতি হবেন?' উত্তরে, পার্বতী আরও একবার তাকে বলেছিলেন।"

বৈশাখ-শুক্লদ্বাদশ্যাং স্বপ্নেযোঽভিভবং তব ।
করিষ্যতি স তে ভর্তা রাজপুত্রী ভবিষ্যতি ॥

"বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে স্বপ্নে যে পুরুষ তোমার কাছে আসবে, সেই হবে তোমার পতি, হে রাজকন্যে।"

শ্লোক ১১

সা তত্র তমপশ্যন্তী ক্বাসি কান্তেতি বাদিনী ।
সখীনাং মধ্য উত্তস্থৌ বিহ্বলা ব্রীড়িতা ভৃশম্ ॥ ১১ ॥

সা—সে; **তত্র**—সেখানে (তার স্বপ্নে); **তম্**—তাঁকে; **অপশ্যন্তি**—দর্শন না করে; **ক্ব**—কোথায়; **অসি**—আপনি; **কান্ত**—আমার প্রেমিক; **ইতি**—এইভাবে; **বাদিনী**—বললেন; **সখীনাম্**—তাঁর সখীদের; **মধ্যে**—মধ্যে; **উত্তস্থৌ**—জাগ্রত হয়ে; **বিহ্বলা**—বিহ্বল; **ব্রীড়িতা**—লজ্জিত হলেন; **ভৃশম্**—ভীষণ।

অনুবাদ

ঊষা তাঁর স্বপ্নের মাঝে তাঁর কান্ত পুরুষের দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে সহসা তাঁর সখীদের মাঝখানে জেগে উঠে "হে কান্ত, আপনি কোথায়?" বলে ক্রন্দন করে অত্যন্ত বিহ্বলা ও লজ্জিতা হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সচেতন হলে, ঊষা তাঁর সখীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন, তা স্মরণ করে স্বভাবতই এইভাবে ক্রন্দন করার জন্য অত্যন্ত লজ্জিতা হয়েছিলেন। একই সঙ্গে স্বপ্নে আবির্ভূত তাঁর প্রেমিকের প্রতি আসক্তির ফলে তিনি বিহ্বলা হন।

শ্লোক ১২

বাণস্য মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডশ্চিত্রলেখা চ তৎসুতা ।
সখ্যপৃচ্ছৎ সখীমূষাং কৌতূহলসমন্বিতা ॥ ১২ ॥

বাণস্য—বাণের; **মন্ত্রী**—মন্ত্রী; **কুম্ভাণ্ড**—কুম্ভাণ্ড; **চিত্রলেখা**—চিত্রলেখা; **চ**—এবং; **তৎ**—তার; **সুতা**—কন্যা; **সখী**—সখী; **অপৃচ্ছৎ**—সে জিজ্ঞাসা করল; **সখীম্**—তার সখী; **ঊষাম্**—ঊষা; **কৌতূহল**—কৌতূহলের সঙ্গে; **সমন্বিতা**—পূর্ণ।

অনুবাদ

কুম্ভাণ্ড নামে বাণাসুরের এক মন্ত্রী ছিল, যার কন্যা চিত্রলেখা ছিল ঊষার সখী। সে গভীর কৌতূহলের সঙ্গে তার সখীকে জিজ্ঞাসা করল।

শ্লোক ১৩

কং ত্বং মৃগয়সে সুভ্রু কীদৃশস্তে মনোরথঃ ।
হস্তগ্রাহং ন তেঽদ্যাপি রাজপুত্র্যুপলক্ষয়ে ॥ ১৩ ॥

কম্—কাকে; **ত্বম্**—তুমি; **মৃগয়সে**—অন্বেষণ করছ; **সুভ্রু**—হে সুভ্রু; **কীদৃশঃ**—কি ধরনের; **তে**—তোমার; **মনঃ-রথঃ**—মনোবাঞ্ছা; **হস্ত**—হাতের; **গ্রাহম্**—গ্রহণকারী; **ন**—না; **তে**—তোমার; **অদ্য অপি**—এখনও; **রাজপুত্রি**—হে রাজকন্যা; **উপলক্ষয়ে**—আমি দেখছি।

অনুবাদ

[চিত্রলেখা বলল—] হে মনোরম ভ্রুসম্পন্না সুন্দরী, তুমি কাকে অন্বেষণ করছ? তুমি কোন্ কামনা অনুভব করছ? এখনও পর্যন্ত, হে রাজকন্যা, কোনও পুরুষকে তোমার পাণিগ্রহণ করতে তো দেখিনি।

শ্লোক ১৪

ঊষোবাচ

দৃষ্টঃ কশ্চিন্নরঃ স্বপ্নে শ্যামঃ কমললোচনঃ ।
পীতবাসা বৃহদ্বাহুর্যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ ॥ ১৪ ॥

দৃষ্টাঃ—দর্শন করেছি; **কশ্চিৎ**—কোন এক; **নরঃ**—পুরুষকে; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **শ্যামঃ**—শ্যামবর্ণ; **কমল**—পদ্মসদৃশ; **লোচনঃ**—যার নয়ন দুটি; **পীত**—পীত; **বাসাঃ**—বসন; **বৃহৎ**—বলশালী; **বাহুঃ**—বাহু দুখানি; **যোষিতাম্**—নারীদের; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **গমঃ**—স্পর্শকারী।

অনুবাদ

[ঊষা বললেন—] স্বপ্নে আমি একজন শ্যামবর্ণ, কমলনয়ন, পীত বসন পরিহিত ও বলশালী বাহু সমন্বিত পুরুষকে দর্শন করেছিলাম। তিনি যেন ঠিক রমণী-হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

তমহং মৃগয়ে কান্তং পায়য়িত্বাধরং মধু ।
ক্বাপি যাতঃ স্পৃহয়তীং ক্ষিপ্ত্বা মাং বৃজিনার্ণবে ॥ ১৫ ॥

তম্—তাঁকে; **অহম্**—আমি; **মৃগয়ে**—অন্বেষণ করছিলাম; **কান্তম্**—প্রেমিক; **পায়য়িত্বা**—পান করিয়ে; **আধরম্**—তাঁর অধরের; **মধু**—মধু; **ক্ব অপি**—কোথাও; **যাতঃ**—চলে গেছে; **স্পৃহয়তীম্**—তাঁর জন্য লালায়িত; **ক্ষিপ্ত্বা**—নিক্ষেপ করে; **মাম্**—আমাকে; **বৃজিন**—দুঃখের; **অর্ণবে**—সাগরে।

অনুবাদ

আমি সেই প্রেমিককে অন্বেষণ করছি। আমাকে তাঁর অধরের মধু পান করিয়ে, সে কোথাও চলে গেছে এবং এইভাবে সে তাঁর জন্য প্রচণ্ড লালায়িত করে দিয়ে আমাকে দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ করে গেছে।

শ্লোক ১৬

চিত্রলেখোবাচ

ব্যসনং তেঽপকর্ষামি ত্রিলোক্যাং যদি ভাব্যতে ।
তমানেষ্যে বরং যস্তে মনোহর্তা তমাদিশ ॥ ১৬ ॥

চিত্রলেখা উবাচ—চিত্রলেখা বলল; **ব্যসনম্**—দুঃখ; **তে**—তোমার; **অপকর্ষামি**—আমি দূর করব; **ত্রিলোক্যাম্**—ত্রিভুবনের মধ্যে; **যদি**—যদি; **ভাব্যতে**—তাকে পাওয়া যায়; **তম্**—তাঁকে; **আনেষ্যে**—আমি আনব; **বরম্**—ভাবী বর; **যঃ**—যিনি; **তে**—তোমার; **মনঃ**—হৃদয়; **হর্তা**—হরণকারী; **তম্**—তাঁকে; **আদিশ**—দেখিয়ে দাও।

অনুবাদ

চিত্রলেখা বলল—আমি তোমার দুঃখ দূর করব। যদি ত্রিভুবনে তাঁকে কোথাও পাওয়া যায়, তবে তোমার হৃদয় হরণকারী সেই ভাবী স্বামীকে আমি এনে দেব। আমাকে দেখিয়ে দাও সে কে।

তাৎপর্য

চিত্তাকর্ষক বিষয় এই যে, *চিত্রলেখা* নামটি বোঝায়—ছবি আঁকা বা চিত্র শৈলীতে যে দক্ষ। *চিত্র* অর্থে 'চমৎকার' বা 'বৈচিত্র্যপূর্ণ' এবং *লেখা* অর্থে 'ছবি আঁকা ও রঙ করার শৈলীতে দক্ষ'। নিচের শ্লোকের বর্ণনা অনুযায়ী চিত্রলেখা এখন তার নিজের নামের মাধ্যমে ব্যক্ত প্রতিভা কাজে লাগাবে।

শ্লোক ১৭

ইত্যুক্ত্বা দেবগন্ধর্বসিদ্ধচারণপন্নগান্ ।
দৈত্যবিদ্যাধরান্ যক্ষান্ মনুজাংশ্চ যথালিখৎ ॥ ১৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **দেব-গন্ধর্ব**—দেবতা ও গন্ধর্ব; **সিদ্ধ-চারণ-পন্নগান্**—সিদ্ধ, চারণ ও পন্নগদের; **দৈত্য-বিদ্যাধরান্**—অসুর ও বিদ্যাধরদের; **যক্ষান্** —যক্ষদের; **মনুজান্**—মানুষদের; **চ**—ও; **যথা**—যথাযথভাবে; **অলিখৎ**—সে অঙ্কন করল।

অনুবাদ

এই কথা বলে, চিত্রলেখা দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ ও নানা মানুষের ছবি যথাযথভাবে আঁকতে শুরু করল।

শ্লোক ১৮-১৯

মনুজেষু চ সা বৃষ্ণীন্ শূরমানকদুন্দুভিম্ ।
ব্যলিখদ্ রামকৃষ্ণৌ চ প্রদ্যুম্নং বীক্ষ্য লজ্জিতা ॥ ১৮ ॥
অনিরুদ্ধং বিলিখিতং বীক্ষ্যোষাবাঙ্মুখী হ্রিয়া ।
সোঽসাবসাবিতি প্রাহ স্ময়মানা মহীপতে ॥ ১৯ ॥

মনুজেষু—মানুষদের মধ্যে; **চ**—এবং; **সা**—সে (চিত্রলেখা); **বৃষ্ণীন্**—বৃষ্ণিগণ; **শূরম্**—শূরসেন; **আনকদুন্দুভিম্**—বসুদেব; **ব্যলিখৎ**—অঙ্কন করল; **রাম-কৃষ্ণৌ**—বলরাম এবং কৃষ্ণ; **চ**—এবং; **প্রদ্যুম্নম্**—প্রদ্যুম্ন; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **লজ্জিতা**—লজ্জিতা হয়ে; **অনিরুদ্ধম্**—অনিরুদ্ধ; **বিলিখিতম্**—অঙ্কিত; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে;

ঊষা—ঊষা; **অবাক্**—অবনত হয়ে; **মুখী**—তার মস্তক; **হ্রিয়া**—লজ্জাবশত; **সঃ অসৌ অসৌ ইতি**—"এই হচ্ছে সেই! এই হচ্ছে সেই!"; **প্রাহ**—সে বলল; **স্ময়মানা**—হাস্য সহকারে; **মহীপতে**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন, মানুষদের মধ্যে থেকে শূরসেন, আনকদুন্দুভি, বলরাম ও কৃষ্ণ সহ বৃষ্ণিদের ছবি চিত্রলেখা অঙ্কন করেছিল। ঊষা যখন প্রদ্যুম্নের ছবি দেখল, তখন সে লজ্জিতা হয়ে উঠল এবং যখন সে অনিরুদ্ধের ছবি দেখল তখন সে লজ্জায় তার মস্তক অবনত করল। হাসতে হাসতে সে বলে উঠল, 'ইনিই সেই! ইনিই তিনি।"

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই বিষয়ে আরও অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছেন—ঊষা যখন প্রদ্যুম্নের ছবিটি দেখল, তখন সে লজ্জিতা হয়ে উঠেছিল, কারণ সে ভেবেছিল, 'ইনি আমার শ্বশুর।" এরপর সে তার প্রেমিক অনিরুদ্ধের ছবি দেখল এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

শ্লোক ২০

চিত্রলেখা তমাজ্ঞায় পৌত্রং কৃষ্ণস্য যোগিনী ।
যযৌ বিহায়সা রাজন্ দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাম্ ॥ ২০ ॥

চিত্রলেখা—চিত্রলেখা; **তম্**—তাঁকে; **আজ্ঞায়**—চিনতে পেরে; **পৌত্রম্**—পৌত্র রূপে; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **যোগিনী**—নারী যোগী; **যযৌ**—সে গমন করল; **বিহায়সা**—অতীন্দ্রিয় আকাশ পথে; **রাজন্**—হে রাজন্; **দ্বারকাম্**—দ্বারকায়; **কৃষ্ণ-পালিতাম্**—কৃষ্ণ দ্বারা সুরক্ষিত।

অনুবাদ

যৌগিক শক্তি সমন্বিতা চিত্রলেখা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র (অনিরুদ্ধ) রূপে চিনতে পারল। হে রাজন, সে তখন যৌগিক আকাশপথ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সুরক্ষাধীন দ্বারকায় চলে গেল।

শ্লোক ২১

তত্র সুপ্তং সুপর্যঙ্কে প্রাদ্যুম্নিং যোগমাস্থিতা ।
গৃহীত্বা শোণিতপুরং সখ্যৌ প্রিয়মদর্শয়ৎ ॥ ২১ ॥

তত্র—সেখানে; **সুপ্তম্**—ঘুমন্ত; **সু**—চমৎকার; **পর্যঙ্কে**—শয্যায়; **প্রাদ্যুম্নিম্**—প্রদ্যুম্নের পুত্র; **যোগম্**—যোগ শক্তি; **আস্থিতা**—ব্যবহার করে; **গৃহিত্বা**—তাঁকে গ্রহণ করে; **শোণিত-পুরম্**—বাণাসুরের রাজধানী শোণিতপুরে; **সখ্যৌ**—তার সখী ঊষার কাছে; **প্রিয়ম্**—তার প্রিয়তমকে; **অদর্শয়ৎ**—সে প্রদর্শন করল।

অনুবাদ

সেখানে সে প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধকে একটি সুন্দর শয্যায় নিদ্রিত দেখতে পেল। তার যৌগিক ক্ষমতার সাহায্যে সে তাঁকে তুলে নিয়ে শোণিতপুরে চলে গেল, যেখানে সে তার সখী ঊষার কাছে তার প্রিয়তমকে উপস্থিত করল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের ভাষ্য এইভাবে প্রদান করেছেন—"এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চিত্রলেখা যোগ-শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন *(যোগম্ আস্থিতা)। হরিবংশ* এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে তার শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ যখন সে দ্বারকায় উপস্থিত হল, তখন সে দেখল যে, শ্রীকৃষ্ণের নগরীতে প্রবেশ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই সময়ে শ্রীনারদ মুনি তাকে সেখানে প্রবেশ করার যৌগিক কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করলেন। কোনও কোনও তত্ত্ববেত্তা বলেন যে, চিত্রলেখা স্বয়ং যোগমায়ার এক প্রকাশ।"

শ্লোক ২২

সা চ তং সুন্দরবরং বিলোক্য মুদিতাননা ।
দুষ্প্রেক্ষ্যে স্বগৃহে পুম্ভী রেমে প্রাদ্যুম্নিনা সমম্ ॥ ২২ ॥

সা—সে; **চ**—এবং; **তম্**—তাঁকে; **সুন্দর-বরম্**—পরম সুন্দর পুরুষ; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **মুদিত**—আনন্দিত; **আননা**—তার মুখমণ্ডল; **দুষ্প্রেক্ষ্যে**—দুর্লক্ষ্য; **স্ব**—নিজ; **গৃহে**—গৃহে; **পুম্ভীঃ**—পুরুষের দ্বারা; **রেমে**—সে উপভোগ করল; **প্রদ্যুম্নিনা সমম্**—প্রদ্যুম্নের পুত্রের সঙ্গে।

অনুবাদ

ঊষা যখন মানুষের মধ্যে পরম সুন্দর তাঁকে দর্শন করল, তার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পুরুষের পক্ষে দুর্লক্ষ্য অন্তঃপুরে সে প্রদ্যুম্ন-পুত্রকে নিয়ে গেল এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করল।

শ্লোক ২৩-২৪

পরার্ধ্যবাসঃস্রগ্‌গন্ধধূপদীপাসনাদিভিঃ ।
পানভোজনভক্ষ্যৈশ্চ বাক্যৈঃ শুশ্রূষণার্চিতঃ ॥ ২৩ ॥
গূঢ়ঃ কন্যাপুরে শশ্বৎ প্রবৃদ্ধস্নেহয়া তয়া ।
নাহর্গণান্ স বুবুধে ঊষয়াপহৃতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৪ ॥

পরার্ধ্য—অমূল্য; **বাসঃ**—বসন যুক্ত; **শ্রক্**—মালা; **গন্ধ**—সুগন্ধ; **ধূপ**—ধূপ; **দীপ**—দীপ; **আসন**—আসন; **আদিভিঃ**—এবং আরও অনেক কিছু; **পান**—পানীয়; **ভোজন**—চর্ব্যনীয় খাদ্য সামগ্রী; **ভক্ষ্যৈঃ**—ভক্ষণীয় খাদ্যসামগ্রী (চর্ব্যনীয় নয়); **চ**—ও; **বাক্যৈঃ**—বাক্যালাপের দ্বারা; **শ্রুশ্রূষণ্**—বিশ্বস্ত সেবার মাধ্যমে; **অর্চিতঃ**—পূজিত; **গূঢ়ঃ**—গুপ্ত রেখে; **কন্যা-পুরে**—কুমারী কন্যাদের আবাসে; **শশ্বৎ**—নিরন্তর; **প্রবৃদ্ধ**—অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল; **স্নেহয়া**—যার স্নেহ; **তয়া**—তার দ্বারা; **ন**—না; **অহঃ-গণান্**—দিনগুলি; **সঃ**—তিনি; **বুবুধে**—লক্ষ্য করলেন; **ঊষয়া**—ঊষা দ্বারা; **অপহৃত**—অপহৃত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি।

অনুবাদ

ঊষা অনিরুদ্ধকে মাল্য, গন্ধ, ধূপ, দীপ, আসন ইত্যাদির সঙ্গে অমূল্য বসন নিবেদন করে বিশ্বস্ত সেবার সঙ্গে তাঁর পূজা করেছিলেন। তিনি তাঁকে বিবিধ পানীয়, সকল ধরনের খাদ্য ও সুমিষ্ট বাক্যও নিবেদন করলেন। এইভাবে তিনি যখন কুমারীদের আবাসে গূঢ়ভাবে অবস্থান করছিলেন তখন অনিরুদ্ধ দিনের পর দিন অতিবাহিত হওয়া লক্ষ্যই করেন নি, কারণ তাঁর জন্য নিরন্তর বিকশিত ঊষার অনুরাগে তাঁর ইন্দ্রিয়াদি আবিষ্ট হয়েছিল।

শ্লোক ২৫-২৬

তাং তথা যদুবীরেণ ভুজ্যমানাং হতব্রতাম্ ।
হেতুভির্লক্ষয়াং চক্রুরাপ্রীতাং দুরবচ্ছদৈঃ ॥ ২৫ ॥
ভটা আবেদয়াং চক্রু রাজংস্তে দুহিতুর্বয়ম্ ।
বিচেষ্টিতং লক্ষয়াম্ কন্যায়াঃ কুলদূষণম্ ॥ ২৬ ॥

তাম্—তার; **তথা**—এইভাবে; **যদু-বীরেণ**—যদুবীরের কাছে; **ভুজ্যমানাম্**—ভোগতৃপ্তা হয়ে; **হত**—হত; **ব্রতাম্**—কুমারী কন্যার ব্রত; **হেতুভিঃ**—লক্ষণ সমূহের দ্বারা; **লক্ষয়াম্ চক্রুঃ**—তারা নির্ণয় করল; **আপ্রীতাম্**—অতি সন্তুষ্ট; **দুরবচ্ছদৈঃ**—গোপন করতে অসমর্থ; **ভটাঃ**—স্ত্রী রক্ষীরা; **আবেদয়াম্ চক্রুঃ**—নিবেদন করল; **রাজন্**—

হে রাজন; তে—আপনার; দুহিতুঃ—কন্যার; বয়ম্—আমরা; বিচেষ্টিতম্—অভব্য আচরণ; লক্ষয়ামঃ—লক্ষ্য করেছি; কন্যায়াঃ—এক কুমারী কন্যার; কুল—পরিবার; দূষণম্—দূষণের মতো।

অনুবাদ

স্ত্রী-রক্ষীরা ঘটনাচক্রে সন্দেহাতীতভাবে প্রণয়সম্বন্ধ লাভের লক্ষণাদি উষার মধ্যে দেখেছিল, তিনি তাঁর কুমারীব্রত লঙ্ঘন করে যদু বীরের কাছে উপভুক্তা হয়ে দাম্পত্য সুখের সকল চিহ্ন বহন করছিলেন। রক্ষীরা বাণাসুরের কাছে গিয়ে তাকে বলেছিল, "হে রাজা, আমরা আপনার কন্যার মধ্যে কুলদোষযুক্ত, অনুপযুক্ত আচরণগুলি লক্ষ্য করেছি।"

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *ভটাঃ* শব্দটিকে 'স্ত্রীরক্ষী' রূপে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু জীব গোস্বামী এই শব্দটিকে 'নপুংসক এবং ঐরূপ অন্যান্য মানুষ' রূপে বর্ণনা করেছেন। ব্যাকরণগতভাবে শব্দটি উভয়ভাবেই প্রযোজ্য।

রক্ষীরা ভয় পেয়েছিল যে, বাণাসুর যদি অন্য কোন উৎস থেকে উষার আচরণ জানতে পারে, তা হলে সে তাদের কঠোর শাস্তি দেবে এবং তাই তারা নিজেরাই তাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, তার কনিষ্ঠা কন্যা আর নির্দোষ নেই।

শ্লোক ২৭

অনপায়িভিরস্মাভির্গুপ্তায়াশ্চ গৃহে প্রভো ।
কন্যায়া দূষণং পুম্ভির্দুষ্প্রেক্ষ্যায়া ন বিদ্মহে ॥ ২৭ ॥

অনপায়িভিঃ—কোথাও না গিয়ে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **গুপ্তায়াঃ**—যথাযথভাবে প্রহরারত তার; **চ**—এবং; **গৃহে**—প্রাসাদের মধ্যে; **প্রভো**—হে প্রভু; **কন্যায়াঃ**—কন্যার; **দূষণম্**—দূষিত হল; **পুম্ভিঃ**—পুরুষের দ্বারা; **দুষ্প্রেক্ষ্যায়াঃ**—দর্শন করা অসম্ভব; **ন বিদ্মহে**—আমরা বুঝতে পারছি না।

অনুবাদ

"কখনও আমাদের স্থান ত্যাগ না করে আমরা যত্ন সহকারে তার উপর লক্ষ্য রাখছিলাম, হে প্রভু, তাই আমরা বুঝতে পারছি না, কিভাবে সেই কন্যা, যাকে কোন পুরুষ দর্শন করতে সমর্থ নয়, সে প্রাসাদের মধ্যেই দূষিতা হলেন।"

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ ব্যাখ্যা করছেন যে, *অনপায়িভিঃ* কথাটির অর্থ কখনও চলে না যাওয়া বা 'কখনও প্রবঞ্চিত না করা'। এছাড়া, আমরা যদি *দুষ্প্রেক্ষ্যায়াঃ* শব্দটির পরিবর্তে

বিকল্প পাঠ *দুষ্প্রেষ্যায়াঃ* শব্দটি বিচার করি, তা হলে রক্ষীরা ঊষাকে এইভাবে উল্লেখ করছে যেন "তার কোনও অসৎ সখীকে দুষ্কর্ম সাধনের জন্য পাঠানো হয়েছে।"

শ্লোক ২৮

ততঃ প্রব্যথিতো বাণো দুহিতুঃ শ্রুতদূষণঃ ।
ত্বরিতঃ কন্যকাগারং প্রাপ্তোঽদ্রাক্ষীদ্‌যদূদ্বহম্ ॥ ২৮ ॥

ততঃ—তখন; **প্রব্যথিতঃ**—অত্যন্ত উত্তেজিত; **বাণঃ**—বাণাসুর; **দুহিতুঃ**—তার কন্যার; **শ্রুত**—শুনে; **দূষণঃ**—কলুষতা; **ত্বরিতঃ**—দ্রুত; **কন্যাকা**—কন্যার; **আগারম্**—আবাসে; **প্রাপ্তঃ**—পৌঁছে; **অদ্রাক্ষীৎ**—সে দেখল; **যদু-উদ্বহম্**—যদুশ্রেষ্ঠকে।

অনুবাদ

তার কন্যার কলুষতা সম্পর্কে শ্রবণ করে অত্যন্ত উত্তেজিত, বাণাসুর সত্বর কন্যার আবাসে পৌঁছল। সেখানে যে যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধকে দেখতে পেল।

শ্লোক ২৯-৩০

কামাত্মজং তং ভুবনৈকসুন্দরং
শ্যামং পিশঙ্গাম্বরমম্বুজেক্ষণম্ ।
বৃহদ্ভুজং কুণ্ডলকুন্তলত্বিষা
স্মিতাবলোকেন চ মণ্ডিতাননম্ ॥ ২৯ ॥
দীব্যন্তমক্ষৈঃ প্রিয়য়াভিনৃম্ণয়া
তদঙ্গসঙ্গস্তনকুঙ্কুমস্রজম্ ।
বাহ্বোর্দধানং মধুমল্লিকাশ্রিতাং
তস্যাগ্র আসীনমবেক্ষ্য বিস্মিতঃ ॥ ৩০ ॥

কাম—কামদেবের (প্রদ্যুম্ন); **আত্মজম্**—পুত্র; **তম্**—তাঁকে; **ভুবন**—সকল জগতের; **এক**—একমাত্র; **সুন্দরম্**—সুন্দর; **শ্যামম্**—ঘনশ্যাম বর্ণের; **পিশঙ্গ**—পীত; **অম্বরম্**—বস্ত্র; **অম্বুজ**—পদ্মসদৃশ; **ঈক্ষণম্**—যাঁর নয়ন যুগল; **বৃহৎ**—বলশালী; **ভুজম্**—যাঁর বাহু দুখানি; **কুণ্ডল**—তাঁর কুণ্ডলের; **কুন্তল**—তাঁর কুঞ্চিত কেশরাশি; **ত্বিষা**—দীপ্তিসহ; **স্মিত**—হাস্য; **অবলোকেন**—দৃষ্টিপাত সমন্বিত; **চ**—ও; **মণ্ডিত**—বিভূষিত; **আননম্**—যাঁর মুখমণ্ডল; **দীব্যন্তম্**—ক্রীড়া করছিলেন; **অক্ষৈঃ**—অক্ষ দ্বারা; **প্রিয়য়া**—তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে; **অভিনৃমণয়া**—সর্বমঙ্গলময়; **তৎ**—তার সঙ্গে; **অঙ্গ**—দৈহিক; **সঙ্গ**—সংস্পর্শ হেতু; **স্তন**—তার স্তন হতে; **কুঙ্কুম্**—কুঙ্কুম; **স্রজম্**—ফুলের

মালা; **বাহ্বোঃ**—তাঁর বাহু দুটির মধ্যে; **দধানম্**—ধারণ করে; **মধু**—বসন্তকালীন; **মল্লিকা**—মল্লিকার; **আশ্রিতাম্**—প্রস্তুত; **তস্যাঃ**—তার; **অগ্রে**—সম্মুখে; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **অবেক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত হল।

অনুবাদ

বাণাসুর তার সামনে ঘনশ্যাম বর্ণ, পীতবসনধারী, কমলনয়ন ও বলশালী বাহুসমন্বিত কামদেবের পুত্রকে দেখতে পেল। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল দীপ্তিমান কুণ্ডল ও কেশরাশি এবং ঈষৎ হাস্য যুক্ত দৃষ্টিপাতে বিভূষিত। তিনি যখন তাঁর পরম মঙ্গলময় প্রিয়ার সম্মুখে উপবেশন করে অক্ষক্রীড়া করছিলেন, তখন তাঁর দুই বাহুর মধ্যে ঝুলছিল বসন্তকালীন মল্লিকাফুলের মালা যা তিনি যখন তাকে আলিঙ্গন করেছিলেন তখন তার স্তনের কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত হয়েছিল। বাণাসুর এই সব লক্ষ্য করে বিস্মিত হল।

তাৎপর্য

বাণাসুর অনিরুদ্ধের সাহস দেখে বিস্মিত হয়েছিল—রাজকুমার শান্তভাবে যুবতী কন্যার আবাসে উপবেশন করে বাণের অবিবাহিত কন্যার সঙ্গে ক্রীড়া করছিলেন! কঠোর বৈদিক সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যেন অবিশ্বাস্য ঘটনা বলেই মনে হয়েছিল।

শ্লোক ৩১

স তং প্রবিষ্টং বৃতমাততায়িভির্
ভটৈরনীকৈরবলোক্য মাধবঃ ।
উদ্যম্য মৌর্বং পরিঘং ব্যবস্থিতো
যথান্তকো দণ্ডধরো জিঘাংসয়া ॥ ৩১ ॥

সঃ—তিনি, অনিরুদ্ধ; **তম্**—তাকে, বাণাসুরকে; **প্রবিষ্টম্**—প্রবেশ করতে; **বৃতম্**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **আততায়িভিঃ**—অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে; **ভটৈঃ**—প্রহরী দ্বারা; **অনীকৈঃ**—অসংখ্য; **অবলোক্য**—দর্শন করে; **মাধবঃ**—অনিরুদ্ধ; **উদ্যম্য**—উদ্যত করে; **মৌর্বম্**—মুরু লোহায় নির্মিত; **পরিঘম্**—তাঁর গদা; **ব্যবস্থিতঃ**—দৃঢ়ভাবে উঠে দাঁড়ালেন; **যথা**—মতো; **অন্তকঃ**—যম; **দণ্ড**—শাস্তির দণ্ড; **ধরঃ**—ধারণকারী; **জিঘাংসয়া**—আঘাত করতে প্রস্তুত হয়ে।

অনুবাদ

বাণাসুরকে বহু সশস্ত্র প্রহরী নিয়ে প্রবেশ করতে দেখে, অনিরুদ্ধ তাঁর লৌহ গদা উত্তোলন করলেন এবং যে তাঁকে আক্রমণ করবে তাকে আঘাত করার জন্য

প্রস্তুত হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে দণ্ডধারী স্বয়ং যমের মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

গদাটি সাধারণ লোহায় নয়—সেটি বিশেষ ধরনের মুরু নামক লোহায় প্রস্তুত ছিল।

শ্লোক ৩২

জিঘৃক্ষয়া তান্ পরিতঃ প্রসর্পতঃ
শুনো যথা শূকরযূথপোঽহনৎ ।
তে হন্যমানা ভবনাদ্বিনির্গতা
নির্ভিন্নমূর্ধোরুভুজাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৩২ ॥

জিঘৃক্ষয়া—তাঁকে ধরবার ইচ্ছায়; **তান্**—তাদের; **পরিতঃ**—চতুর্দিকে; **প্রসর্পতঃ**—অগ্রসর হলে; **শুনঃ**—কুকুরগুলি; **যথা**—যেমন; **শূকর**—শূকরের; **যূথ**—দলের; **পঃ**—অধিপতি; **অহনৎ**—তিনি আঘাত করলেন; **তে**—তারা; **হন্যমানাঃ**—আঘাত পেয়ে; **ভবনাৎ**—প্রাসাদ থেকে; **বিনির্গতাঃ**—বেরিয়ে পড়ল; **নির্ভিন্ন**—ভগ্ন; **মূর্ধ**—তাদের মাথা; **উরু**—উরু; **ভুজাঃ**—এবং হাতগুলি; **প্রদুদ্রুবুঃ**—তারা পলায়ন করল।

অনুবাদ

চতুর্দিক থেকে প্রহরীরা যখন তাঁকে ধরবার চেষ্টায় অগ্রসর হল, তখন কোনও শূকর দলের নেতা যেমন কুকুরদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনভাবে অনিরুদ্ধ তাদের আক্রমণ করলেন। তাঁর আঘাতে প্রহরীরা তাদের ভাঙা মাথা আর হাত-পা নিয়ে তাদের প্রাণ ভয়ে দৌড়তে থাকল এবং প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেল।

শ্লোক ৩৩

তং নাগপাশৈর্বলিনন্দনো বলী
ঘ্নন্তং স্বসৈন্যং কুপিতো ববন্ধ হ ।
ঊষা ভৃশং শোকবিষাদবিহ্বলা
বদ্ধং নিশম্যাশ্রুকলাক্ষ্যরৌৎসীৎ ॥ ৩৩ ॥

তম্—তাঁকে; **নাগ-পাশৈঃ**—যৌগিক নাগপাশের ফাঁসে; **বলি-নন্দনঃ**—বলির পুত্র (বাণাসুর); **বলী**—বলশালী; **ঘ্নন্তম্**—তাঁর আঘাতে; **স্ব**—তার নিজ; **সৈন্যম্**—সৈন্যদল; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **ববন্ধ হ**—সে আবদ্ধ করল; **ঊষা**—ঊষা; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **শোক**—শোকে; **বিষাদ**—এবং বিষাদে; **বিহ্বলা**—বিহ্বলা; **বদ্ধম্**—আবদ্ধ

হয়ে; নিশম্য—শ্রবণ করে; অশ্রু-কলা—অশ্রুবিন্দুতে; অক্ষী—তার নয়নে; অরৌৎসীৎ—ক্রন্দন করলেন।

অনুবাদ

কিন্তু অনিরুদ্ধ বাণের সৈন্যবাহিনীকে আঘাতে বিনষ্ট করা সত্ত্বেও বলীর সেই বলশালী পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তার যৌগিক নাগপাশে আবদ্ধ করল। ঊষা যখন অনিরুদ্ধের বন্দী হওয়ার কথা শুনলেন, তখন তিনি শোকে ও বিষাদে বিহ্বলা হলেন; তাঁর দু'চোখ অশ্রুপূর্ণ হল এবং তিনি কাঁদছিলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ ব্যাখ্যা করেছেন যে, বাণাসুর শ্রীকৃষ্ণের বলশালী পৌত্রকে বাস্তবিকই বন্দী করতে পারেনি। অধিকন্তু শ্রীভগবানের লীলা-শক্তির ফলেই এই ঘটনা ঘটতে পেরেছিল যাতে পরবর্তী অধ্যায়ের ঘটনাগুলি সম্ভব হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ঊষা এবং অনিরুদ্ধের মিলন' নামক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।